



জাতীয় টিকা প্রচার সপ্তাহ

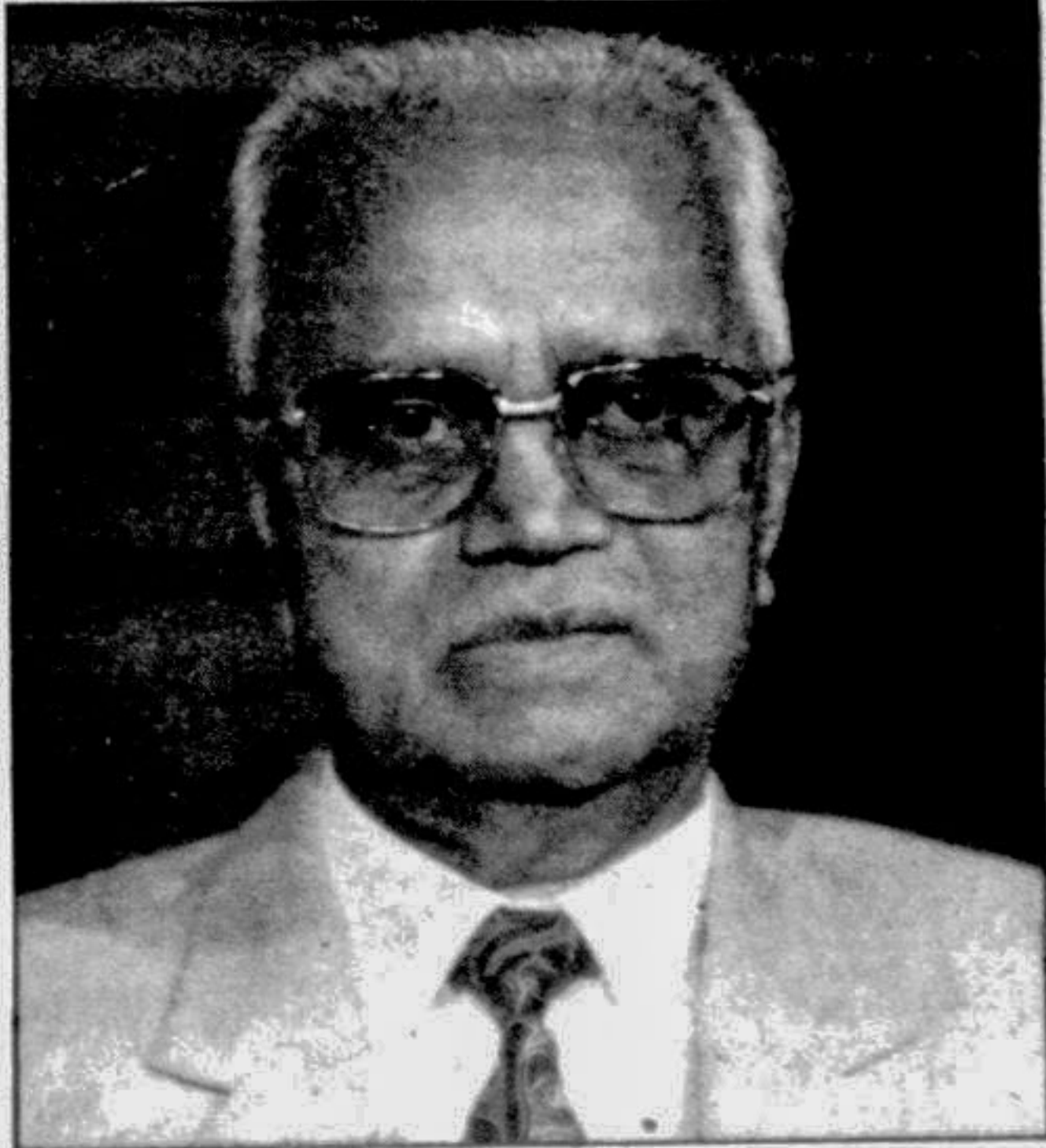
১৪-২১ অক্টোবর ১৯৯৩

মূলভাবঃ এক বছর বয়সের মধ্যে সব ক'টি টিকা দিন-শিশুকে ছয়টি রোগ থেকে বাঁচান।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী (ইপিআই) ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

রোগের নাম	টিকার নাম	মাতার মধ্যে বিরতি	মাতার সংখ্যা	টিকা শুরু করার সঠিক বয়স	কোন বয়সে টিকা শেষ করতে হবে
ডাফেরিয়া	ডিপিটি	৪ সপ্তাহ	৩	৬ সপ্তাহ	১ বছর
পোলিও	ওপিটি	৪ সপ্তাহ	৩	৬ সপ্তাহ	১ বছর
হাম	হামের টিকা		১	৯ মাস (২৭০ দিন) শেষ পূর্ণহলে	১ বছর
বিস্মা	টিটি	৪ সপ্তাহ	৩	৯ মাস (২৭০ দিন) শেষ পূর্ণহলে	১ বছর

বাণী



দেশব্যাপী অষ্টম জাতীয় টিকা প্রচার সপ্তাহ উদ্বোধনের উদ্যোগ অত্যন্ত সমর্থিত। এক বছর বয়সের মধ্যে সবগুলো টিকা নিয়ে ছ'টি মাসব্যয়ক রোগের আক্রমণ থেকে শিশুকে বাঁচানোর জন্য সকলকে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত কারণে বিভিন্ন সমস্যাযুক্ত রোগের শিকার হয়ে প্রতি হাজারে নব্বই জন শিশু এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করে। এই অবস্থা ত্রুটিপূর্ণ পরিবারিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে অনেক সংকটের সৃষ্টি করে। মানব সমাজকে কর্মমুখক করার লক্ষ্যে প্রতিটি শিশুকে সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে তাই সকলকে উদ্যোগী হতে হবে।

শিশু তত্ত্বাবধানের প্রতিশ্রুতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য মানবিক উন্নয়ন-অর্জন এবং জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব। শিশুদের কল্যাণে ফলাসফত সকল উদ্যোগ গ্রহণ ও সহযোগিতা প্রদানে বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শিশু স্বাস্থ্যের পরিচর্যা ও উন্নয়নে বর্তমান সরকার বেশ কিছু কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। শিশুর জীবন রক্ষা, নিরাপত্তা ও বিকাশের লক্ষ্যে প্রণীত এইসব নীতিমালার বাস্তবায়ন বঙ্গদেশে নির্ভর করে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির উপর। আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যে অর্জনকৃত বিশেষ অর্জনে এই টিকাদান কার্যক্রম ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে। এই আন্দোলনে আমাদের নেতৃত্ব ও সহায়তা অস্বীকার্য হতে হবে।

গোপনীয় সুস্থ জীবন যাপনের জন্য টিকা গ্রহণের সুযোগ প্রাপ্তি হচ্ছে শিশুদের এক ধরনের অধিকার। তাই সকল শিশুকে টিকাদান কর্মসূচীর আওতায় নিয়ে আসার জন্য এই কর্মসূচীর সম্প্রসারণ করা হয়েছে। সরকারী, বেসরকারী ও স্বৈচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিশুদের কল্যাণে এক সপ্তকে কাজ করতে হবে। বিপন্ন দিনের অর্জিত সাফল্যকে ধরে রাখার জন্য এক্ষেত্রে সর্বস্তরের জনগণের অস্বীকার্য সহযোগিতা এবং ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

শিশুদের স্বাস্থ্য পঠনের লক্ষ্যে আয়োজিত জাতীয় টিকা প্রচার সপ্তাহের আমি সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আবদুর রহমান বিশ্বাস
রাষ্ট্রপতি
পঞ্চপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

EPI — Ensuring the Child's Survival

by Dr Nepisha Begum

EXTENDED Programme of Immunization (EPI) helps ensure sound health for millions of children in Bangladesh. We want to put an end to the spread and eradicate the six deadly diseases that kill so many children in our country, through this programme. EPI has already been successful in our country, but we want to make sure that it becomes even more successful. It is man's perennial war against diseases and malnutrition. Men have already gained a great deal of success in combating with many deadly diseases that have threatened the existence of human beings. We, through the EPI, have shouldered the challenge of defeating the forces of disease and decay and we have to win in this fight.

Most of the children of Bangladesh have to go through the cycle of extreme poverty, unhealthy environment and a life where their natural intellectual growth is continually hampered. As long as we cannot ensure that our mothers and children will not be stricken by the all-consuming flame of poverty and malnutrition, we cannot stop or even lower the rate of child deaths. But if we can take the programme of immunization at every doorstep of our country and gain the desired success at the grassroots level, maybe we will be able to put an end to the exceedingly high child-mortality rate. Everything depends on our sincerity, hard work and conviction.

Even in the eighties, the cause of one-third of the total child mortality under the age of five, was due to one of the six deadly diseases, which could very easily be averted by immunization. But through the enormous expansion of this programme, child-mortality has dropped down considerably in the nineties.

To prevent the spread of these six deadly diseases and also putting an end to child deaths due to one of these six diseases are two of the major objectives of the EPI. Keeping these goals in mind the programme of immunization is moving briskly ahead with greater success now, than ever before. The challenge set by World Health Organisation during the nineties are:

- Eradication of tetanus by 1995.
- Ninety per cent reduction in the cases of measles through extended immunization by 1995.
- Eradication of polio mayeblitis by the year 2000.

Only extended immunization can help reaching this target set by WHO. We, the people of Bangladesh and its government, are keen on reaching this target very soon.

our country is measles. Numberless children have died from this disease, till now. But it is surprising that most of the people in our country do not consider measles as a serious disease. Because many of us are not well informed about the complications that can arise as an aftermath of this disease. This apparently innocent disease often invites in a host of other diseases like pneumonia, diarrhoea, vitamin-A deficiency and cerebral damage that often claims lives of many children.

We all are well aware about malnutrition in children. Measles makes a malnourished child even more malnourished. So, even after recovering from measles, a child remains vulnerable to a host of other deadly diseases. WHO estimates show that 1.4 million children die from measles every year throughout the globe. If actions can be taken as recommended by WHO and at the World Children's Summit 1990, measles may become an extinct disease in the near future. The aim set to eliminate measles are given below:

- Children at every level, rural and urban, have to be immunized against measles.
- Drop-out rates between the third dose DPT and measles injection must be reduced.
- Unhealthy, densely populated localities like the urban slums, where there are higher chances of measles should be brought thoroughly under EPI target areas.
- There must be safe and sound recovery of the affected child. A malnourished child has to be provided nutrition. Breast-feeding must be popularised in this case.
- To know the actual situation of this disease there has to be strong surveillance and monitoring units, that would provide authentic data and would also identify the potential areas where this disease may spread.
- Briak actions must be taken at the disease prone areas to be a quick end to it.
- Measles injections should be taken when the child is nine months (270 days) old.

We all are pledge-bound to make this world a safer place for our younger generations. There is always hunger, deprivation and the adverse realities of life, but even in this apparently unjust and unequal world, we can make it a better place to live by combating the diseases that make human life even more miserable. Let our lives reverberate with the joyous voices of sweet children — our future. Let us join EPI in saving the child's life.

During pregnancy or after the immunization of the newborn, finding out if the mother was immunized, if not, then taking medical actions accordingly.

In any tetanus-prone area, investigations have to be made to know which of the women have not availed immunization and through immunizing them the area would have to be made safer for future.

Another disease highly responsible for child-mortality in



A child is being immunized.

the previous years. A 1984 statistics show that 0.52 children among a thousand, aged under five, were crippled due to polio. Approximately 10,000 children suffered from this disease annually. But now this rate has come down to 0.15 in a thousand in Bangladesh.

To eradicate this deadly disease, need is there for efficient diagnosis and effective reporting of its occurrence in every nook and corner of the country. A research laboratory has been formed at Dhaka Public Health office for diagnosing polio. Every affected locality in the country is now receiving their help.

Another major cause of child mortality in our country, specially within one month of a child's birth, is neo-natal tetanus. A 1986 study showed that forty out of every thousand new-borns died from this disease. But now all women from 15-45 years specially, the pregnant women, are given T T injections and this has helped immensely in the reduction of the incidents of this disease. A recent data show that now only nine out of thousand die from

houses. Only 10 per cent among them take the help from trained medical personnel. For ensuring safe-births in the rural areas, provisions have to be made to train the midwives.

To eliminate this disease the EPI has taken the below-mentioned programmes:

- Forming a proper data on the rate of child-mortality at the age of one month.
- Finding out the actual course of the deaths.
- Finding out if the mother of the dead child was immunized.

Another disease highly responsible for child-mortality in

বাণী



জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ শিশুর শারীরিক, মানসিক ও সমাজ জীবনের সুস্থ বিকাশে যত্নবান হওয়া আমাদের মানবিক দায়িত্ব। শিশুদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং রোগ-ব্যধির চিকিৎসা সুবিধা তোলেপে অধিকার সক্রান্ত জাতিসমূহের শিশু অধিকার সনদে বাংলাদেশের স্বাক্ষরদান এ দায়িত্বকে আরো বৃদ্ধি করেছে। আমি আশা করি, জাতীয় টিকা প্রচার সপ্তাহ উদ্বোধন এ দায়িত্ব পালনে আমাদের মধ্যে আরো ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

শিশুদের মানবিক অধিকার সুরক্ষণ এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা উন্নয়নে আমরা ইতিমধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছি। শিশুদেরকে ছয়টি মারাত্মক রোগের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দেশব্যাপী সার্বজনীন টিকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ফলে ১৯৯৫ সালের মধ্যে দেশের সকল জেলায় ৮৫ শতাংশ শিশুকে সবগুলি টিকা প্রদান, প্রসবোত্তর ধর্মটিকার দ্রুতকরণ, পোলিও নির্মূল এবং হাম রোগের হার ৯০ শতাংশ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। এক বছর বয়সের সকল শিশুকে নির্ধারিত সবক'টি টিকাদান সঠিকভাবে সম্পন্ন করে শিশু মৃত্যুর বর্তমান হার কমিয়ে জাতীয় স্বাস্থ্য মান উন্নয়নও সম্ভব হবে। এ ক্ষেত্রে আমি সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি ব্যক্তিগত এবং বেসরকারী সংগঠনের ব্যক্তি সহযোগিতা কামনা করি।

আমি জাতীয় টিকা প্রচার সপ্তাহ '৯৩ -এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

খালেদা জিয়া
প্রধানমন্ত্রী
পঞ্চপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের পূর্বশর্ত যোগ্যতম সুস্থ জনগণিত্য নির্ভর করে মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যমানে উপর। জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ মা ও শিশু নানা কারণে ব্যাপক অপুষ্টিসহ বিভিন্ন সমস্যাযুক্ত রোগের শিকার। এ কারণে স্বাস্থ্য সেবার উপর জাপ বাড়ছে, অব্যাহত মৃত্যুর হার সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত করেছে, তৈরী হচ্ছে অসুস্থ ও নিম্ন মেধাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী। এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য মা এবং শিশুদের সঠিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার মাধ্যমে সুস্থ, সক্রিয়, কর্মক্ষম করে গড়ে তোলার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুদেরকে ছয়টি মারাত্মক ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সমস্ত দেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে সার্বজনীন টিকাদান কর্মসূচী (EPI)। স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সকল কর্মসূচীতে যোগ্যতম সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। শিশুদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা হলে অধিক সম্ভাবনার চাহিদা কমে যাবে এবং তা প্রকৃতভাবে জনগণ্য বিকাশের রোগে সহায়তা করবে। টিকাদান কর্মসূচীকে জ্ঞানভিত্তিকভাবে সাক্ষরদের দিকে এগিয়ে নিতে স্বাস্থ্য এবং পরিবার



পরিকল্পনা কর্মীদেরকে সমন্বিতভাবে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যেতে হবে। সে সব সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থা বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচীতে জনগণের মাঝে সেবা প্রদান করেন তাদের সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণও বিশেষ প্রয়োজন। টিকাদান কর্মসূচীতে সকলের অংশগ্রহণ সুস্থ ও সুন্দর জাতি পরনের মাধ্যমে আমাদের পৌরবনীত করতে পারে।

জাতীয় টিকা প্রচার সপ্তাহ শিশুদের স্বাস্থ্য পরিচর্যার সকলকে উদ্বোধন ঘোষণা সেই কামনা করি।

মোঃ সিরাজুল হক
উপ-মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
পঞ্চপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের সকল নবজাতক শিশুকে ছয়টি রোগের বিরুদ্ধে টিকাদান সম্পন্ন করা একটি অন্যতম স্বাস্থ্য কার্যক্রম। টিকা সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতা এবং আয়ত সৃষ্টির লক্ষ্যে আয়োজিত জাতীয় টিকা প্রচার সপ্তাহ উপলক্ষে এবারের মূলভাব 'এক বছর বয়সের মধ্যে সব ক'টি টিকা দিন - শিশুকে ছয়টি রোগ থেকে বাঁচান' হবে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

মা ও শিশুর উচ্চ মৃত্যুর হার কমিয়ে তাদের স্বাস্থ্যমান উন্নয়নের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে টিকাদান কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম দায়িত্ব সন্তান ধারণকর্ম মহিলা এবং শিশুদেরকে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী টিকা প্রদান, মা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে পরামর্শদান এবং ডায়রিয়া, রক্তকমা ও রক্তাক্ততা রোগের ঔষধ সরবরাহ করা। বিদ্যমান স্বাস্থ্য সমস্যাবলীর সমাধান এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যমান উন্নয়ন এসব কর্মসূচীর সুস্থ বাস্তবায়নে অপরিহার্য। স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও মাঠ কর্মীদের দ্বারা এবং আন্তরিকতা টিকাদান কর্মসূচীর



সাফল্যকে ত্বরান্বিত করেছে। ভবিষ্যৎ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তারা এই উদ্যোগে নিজেদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবেন বলে আশা করি।

আমি শিশুদের কল্যাণে নিবেদিত জাতীয় টিকা প্রচার সপ্তাহের সকল কর্মসূচীর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

সৈয়দ শামীম আহসান
সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

আজকের শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক। শিশুদের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক চাহিদা পূরণ করে সুসামগ্রিক হিসেবে গড়ে তোলার আমাদের সকলের কর্তব্য। অশিক্ষা, দারিদ্র্য এবং সামাজিক ঋতি নীতির প্রভাবে শিশুদের এক বিরাট অংশ অপুষ্টিসহ বিভিন্ন সমস্যাযুক্ত রোগের শিকার। জাতীয় অগ্রগতি এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে শিশুদের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে গ্রহণ করা হয়েছে সার্বজনীন টিকাদান কর্মসূচী।

টিকাদান কর্মসূচীতে জনগণের সর্ধন এবং অংশগ্রহণ জোরদার করার প্রয়োজন প্রতিবছর স্বাস্থ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে পালন করা হবে জাতীয় টিকা প্রচার সপ্তাহ। এ উপলক্ষে এবারের উদ্দেশ্য এক বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশু এবং গর্ভবতী ও সন্তান ধারণকর্ম মহিলাদেরকে নির্ধারিত সবগুলি টিকা প্রদানের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এছাড়া মাঠ কর্মীদের সাহায্যে হাম ও পোলিও রোগী সনাক্ত, এক মাস পর্যন্ত বয়সের শিশু মৃত্যুর তথ্য সংগ্রহ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে সহযোগিতার নেতৃত্ব সুসূত্র করা।

টিকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। টিকাদানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দেশের সকল শিশুকে ছয়টি মারাত্মক রোগের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সমস্ত দেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে সার্বজনীন টিকাদান কর্মসূচী (EPI)। স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সকল কর্মসূচীতে যোগ্যতম সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। শিশুদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা হলে অধিক সম্ভাবনার চাহিদা কমে যাবে এবং তা প্রকৃতভাবে জনগণ্য বিকাশের রোগে সহায়তা করবে। টিকাদান কর্মসূচীকে জ্ঞানভিত্তিকভাবে সাক্ষরদের দিকে এগিয়ে নিতে স্বাস্থ্য এবং পরিবার



লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দেশের সকল শিশুকে ছয়টি মারাত্মক রোগের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সমস্ত দেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে সার্বজনীন টিকাদান কর্মসূচী (EPI)। স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সকল কর্মসূচীতে যোগ্যতম সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। শিশুদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা হলে অধিক সম্ভাবনার চাহিদা কমে যাবে এবং তা প্রকৃতভাবে জনগণ্য বিকাশের রোগে সহায়তা করবে। টিকাদান কর্মসূচীকে জ্ঞানভিত্তিকভাবে সাক্ষরদের দিকে এগিয়ে নিতে স্বাস্থ্য এবং পরিবার

জাতীয় টিকা প্রচার সপ্তাহের উদ্বোধন সফল করে তুলতে সকলকে আগ্রহিত করি।

অধ্যাপক মোঃ নূরউদ্দীন
মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
বাংলাদেশ সরকার

বাণী



শিশুদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় টিকা প্রচার সপ্তাহ উদ্বোধন বিশেষ উদ্দেশ্যপূর্ণ। টিকাদানের মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য রোগের বিরুদ্ধে অভিযানে অর্জিত সাফল্য শিশুদের অধিকার এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষণে বাংলাদেশের আন্তরিক প্রচেষ্টাকে বিশ্বব্যাপী কাছে তুলে ধরেছে। মা এবং শিশুদের স্বাস্থ্যকে জাতীয় উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে সরকার সার্বজনীন টিকাদান কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক এবং সেবা সুরক্ষিত সকল সর্ধন এবং সহযোগিতা নিশ্চিত করার কার্যকর বাস্তব গ্রহণ করা হয়েছে।

টিকা প্রদানযোগ্য সকল শিশুকে এক বছর বয়সের মধ্যে সবগুলি টিকা দেওয়ার জন্য সারাদেশে এক লক্ষ দশ হাজার অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব টিকাদান কেন্দ্র স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মীপদ প্রতি মাসে নির্ধারিত নিয়মে টিকাদান করে থাকেন। টিকার কার্যকারিতা এবং সরবরাহ বজায় রাখার জন্য জাতীয় পর্যায়ে থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছে আধুনিক কোড ট্রেনিং নেটওয়ার্ক এবং তদারকী সীলন। টিকাদান কর্মসূচীর সাফল্যের উপর ভিত্তি করে মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে সহযোগিতা রয়েছে 'ই পি আই গ্রান্ড' কর্মসূচী। এর মাধ্যমে শিশুদের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ডিআইএম 'এ' ক্যাম্পস্ট্র এবং নিরাপত্তা সনাক্তকর্মীসহ ১১৯৫ সাল নাগাদ ২০০০ সাল নাগাদ হাম ও পোলিও নির্মূল করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। শিশুদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা উন্নয়নে এবং তাদের সুস্থ জীবনের জন্য এসব লক্ষ্য অর্জনে সর্ধন সর্ধনকে এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

জাতীয় টিকা প্রচার সপ্তাহের উদ্বোধন সফল করে তুলতে সকলকে আগ্রহিত করি।

ডোঃ কামাল হোসেন ইউসুফ
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
পঞ্চপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার